9

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 28 OCT 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩......

কলেজ পড়ুয়া এবং গৃহিণীরাও স্কুল ছাত্রী!

গফরগাঁওয়ে ভুয়া ভর্তি দেখিয়ে ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা : থানায় দুর্নীতির মাধ্যমে ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। নিয়ম–নীতি উপেক্ষা করে ভুয়া ছাত্রী ভর্তি এবং একই ছাত্রীকে একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি দেখিয়ে নানা কৌশলে উপবৃত্তির টাকা উঠিয়ে তা ভাগবাটোয়ারা করা হচ্ছে।

থানা প্রকল্প কর্মকর্তা, বিদ্যালয় প্রধান এবং টাকা প্রদানকারী ব্যাংকের কর্মকর্তারা সমঝোতা করে এই অর্থ লোপাটের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন বলে একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্ব স্ব বিদ্যালয় প্রধানরা বিদ্যালয়ের ছাত্রীর তালিকা তৈরি করে থানা প্রকল্প কর্মকর্তার দপ্তরে পাঠান। ছাত্রী হিসেবে শনাক্ত হলে ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়। সরকারি নীতিমালায় সকল পরীক্ষায় ৪৫% নম্বর প্রাপ্তি, অবিবাহিতা এবং শতকরা ৭৫ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্রী উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে আইন মানা হচ্ছে না।

ভুয়া ছাত্রীদের মধ্যে কলেজ পড়ুয়া, তালাকপ্রাপ্তা, এবং গৃহিণীরাও রয়েছে। এসব ছাত্রী তালিকা এবং হাজিরা খাতার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আলাদা খাতা তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, টাকা উঠানোর সময় এদের অধিকাংশ অনুপস্থিত থাকে।

পাঁচ/ছয়টি প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে একটি ক্যাম্প তৈরি করা হয়। এসব ক্যাম্পে হাজির হয়ে প্রকল্প কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা টাকা দিয়ে থাকেন। নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে, টাকা দেওয়ার নির্ধারিত দিনের পাঁচ/সাত দিন আগে বিদ্যালয় প্রধানদের হাতে সকল ছাত্রী চেক প্রদান করা হয়। তারা ছাত্রীদের স্বাক্ষর দেখিয়ে ক্যাম্প থেকে টাকা উঠায়।

পাঁচবাগের দিঘিরপাড় নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পখুরিয়া ফজলুর রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জ্বালেশ্বর কালাইড়পাড় নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মুখী মোমজান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হাতিখোলা গোলাম রহমান দাখিল মাদ্রাসা, চরআলগী দরগাবাড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ অনেক বিদ্যালয় প্রধানের বিরুদ্ধে প্রকৃত ছাত্রীদের টাকার একটি অংশ কেটে রাখার অভিযোগ রয়েছে।